ইউনিট ১: শিক্ষা পরিকল্পনা, জাতীয় উন্নয়ন ও শিক্ষার উন্নয়ন: পারস্পরিক সম্পর্ক

ভূমিকা

পরিকল্পিত শিক্ষার মাধ্যমে যে কোন দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষার উন্নয়ন সুনিপুণভাবে আনয়ন করা যায়। শিক্ষা একটি দেশের অর্থনীতিতে মানব সম্পদ ও মানব পুঁজী তৈরী ও যোগান দিয়ে থাকে। যা কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য সামাজিক খাতের উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বর্পুণ ভুমিকা পালন করে। পরিকল্পিত শিক্ষার সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় দেশসমূহ, তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাপানের পরিকল্পিত শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের যোগসূত্র ইতোমধ্যে শিক্ষা অর্থনীতিতে তথ্যসহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষা পরিকল্পনার অগ্রপথিক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল সাবেক সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত অর্থনীতিতে পরিকল্পিত শিক্ষার সাফল্য দেখে বিশ্বের অন্যান্য দেশও শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ হয়। পরিকল্পিত শিক্ষা অর্থনীতির ন্যায় দেশ ও সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ধনাত্মক পরিবর্তন আনে। শিক্ষার মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতিসহ সমাজের অন্যান্য কিছুও উপকৃত হয়। পরিকল্পিত শিক্ষায় নারীরা উৎপাদন, উন্নয়ন ও গণতন্ত্রায়নে যথার্থ ভুমিকা পালন করতে পারে। এভাবে শিক্ষা সমাজের দুর্বল জনগোষ্ঠী এবং পশ্চাৎপদ স্থান ও অঞ্চলের উন্নয়নে অবদান রেখে জাতীয় উন্নয়নের বিচার্য বিষয় দ্রুততর করে।

শিক্ষা পরিকল্পনা ও জাতীয় উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বিশেষ কয়েকটি বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কিত ইউনিটকে ৪টি পাঠে বিভক্ত করে নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

পাঠ ১.১: শিক্ষা পরিকল্পনা, জাতীয় উন্নয়ন ও শিক্ষার উন্নয়ন; পারস্পারিক সম্পর্ক
পাঠ ১.২: শিক্ষা পরিকল্পনা ও উন্নয়নের বিচার্য বিষয়
পাঠ ১.৩: শিক্ষা পরিকল্পনা ও কর্মসংস্থান
পাঠ ১.৪: শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষা পরিকল্পনার ভূমিকা

পাঠ ১.১ : শিক্ষা পরিকল্পনা, জাতীয় উন্নয়ন ও শিক্ষার উন্নয়ন; পারস্পারিক সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পরিকল্পিত শিক্ষার সাথে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পরিকল্পিত শিক্ষার সাথে শিল্প ও কৃষি উন্নয়নের আন্ত:সম্পর্ক বলতে পারবেন;
- পরিকল্পিত শিক্ষার সাথে দারিদ্রতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীলতার যোগসূত্রতা বর্ণনা করতে পারবেন;
- পরিকল্পিত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার সুষম উন্নয়নের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে পারবেন।

উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা, পদ্ধতি এবং কৌশল নিয়ে পরিকল্পনাবিদদের মাঝে মত পার্থক্য রয়েছে। পরিকল্পনাবিদদের একাংশ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সেচের পানি সরবরাহের জন্য বাঁধ নির্মাণ বা খাল খনন প্রভৃতিকে উন্নয়নের মূল অংশ হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। এসকল প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দের পর তাঁরা শিক্ষাখাতে উদ্বৃত্ত অর্থ বরাদ্দ উচিত বলে মনে করেন।

পরিকল্পনাবিদদের আরেক অংশ শিক্ষাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে স্বীকার করলেও যে সব শিক্ষা কারিগরী দক্ষতা সৃষ্টি করে তার প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করেন। এ সকল পরিকল্পনাবিদ কারিগরী শিক্ষা ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষার অর্থনৈতিক উপযোগিতা যথার্থভাবে স্বীকার করেননি। তবে এসব পরিকল্পনাবিদ শিক্ষার সামাজিক মূল্য রয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। পরিকল্পনাবিদদের সর্বশেষ অংশটি শিক্ষাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এসকল পরিকল্পনাবিদ কৃষি, শিল্প, ট্রান্সপোর্ট প্রভৃতি খাতে উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে শিক্ষাকে গুরুত্ব প্রদান করেন।

বিভিন্ন দেশের বিগত দিনের অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমানে এ সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সুপরিকল্পিত শিক্ষাই উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরাসরি সাহায্য করতে পারে। এই মানব সম্পদ সৃষ্টিতে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। কোন কোন দেশে উচ্চতর স্তরের তুলনায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার অবদান বেশি বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে এম. এম. আনসারী ১৯৬১, ১৯৭১, ১৯৮১ সালের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, সাক্ষরতা বৃদ্ধির সাথে মাথা পিছু আয় বৃদ্ধির সহ-সম্পর্ক রয়েছে। তাই তিনি এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ".....For raising per-capita income, literacy programmes should be given a reasonably high priority" মাথা পিছু আয় বৃদ্ধির সাথে শিক্ষার সহ-সম্পর্ক (Correlation) যেমন রয়েছে একইভাবে মাথা পিছু আয় বৃদ্ধির সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্কও জড়িত রয়েছে। তাই পরিকল্পিতভাবে সাক্ষরতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করে দেশকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে এগিয়ে নেয়া যায়।

ভিন্ন পরিবেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯০৯ থেকে ১৯৫৭ সালের পরিসংখ্যানসমূহের বিশ্লেষণের মাধ্যমে ই. এফ. ডেনিসন দেখিয়েছেন যে, "এ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে তার শতকরা ২১ভাগ শিক্ষার বদৌলতে সংগঠিত হয়েছে"।

১৮৬৮ সালে মেইজি সংস্কারের মাধ্যমে জাপানে সার্মন্তবাদের অবসান হয়। তরুণ জাতীয়তাবদী নেতারা সর্বজনীন ও পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। শিক্ষার উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। বিংশ শতাব্দীতে জাপানের ব্যাপক শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পরিকল্পিত শিক্ষা উন্নয়নের কারণেই সম্ভব হয়েছিল। জাপানে ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে শিক্ষাগত মূলধন বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি ঘটেছে। জাপান শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত "জাপানের বিকাশ ও শিক্ষা" নামক পুস্তকে বলা হয়েছে, "এ দেশে শিক্ষার একটি প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সমগ্র জনসমাজের দক্ষতার বৃদ্ধি ঘটানো। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা উপযুক্ত সামাজিক অগ্রগতি কোনটাই

সমাজের শুধু সীমাবদ্ধ অংশের অগ্রগতি থেকে বা গুটিকয়েক দক্ষ ব্যক্তির প্রচেষ্টায় সম্ভব হতে পারে না"। এতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও তার পরিকল্পিত বিস্তারের প্রতিই ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

পরিকল্পিত শিক্ষা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। রুশ বিপ্লবের নেতারা শিক্ষাকে তাঁদের পরিকল্পিত সাম্যবাদী সমাজ গঠনের হাতিয়ার হিসেবেই শুধু দেখেননি, বরং এ হাতিয়ারকে অত্যন্ত দূরদৃষ্টি ও যোগ্যতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছিলেন।

রুশ বিপ্লবের নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের মতে "শিক্ষা হবে সাম্যবাদের পথে সমাজকে এগিয়ে নেয়ার একটা হাতিয়ার"। পরবর্তীতে স্ট্যালিন এবং ক্রুশ্চেভও প্রায় একই সুরে বলেছিলেন "সাম্যবাদ অর্জন করতে হলে ..... প্রধান কাজ হলো আগামী দিনের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা"।

১৯২৪ সালে সোভিয়েত সরকার প্রাথমিক শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এতে হিসেব করা হয় দশ বছরে ছাত্রসংখ্যা ৪০ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮০ লক্ষ করতে ১৬২.২ কোটি রুবল খরচ হবে। কিন্তু এ সব শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ার ফলে মাত্র পাঁচ বছরে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ২০০ কোটি রুবলের বেশি। এতে সমস্ত ব্যয় পুরোপুরি পুষিয়ে আয় উদ্বৃত্ত হবে।

১৯১৭ সালে রশিয়ার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগই ছিল নিরক্ষর। ১৯২০ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে ৯ কোটি ৬০ লক্ষ নিরক্ষর, আধা নিরক্ষর, বয়স্ক মানুষকে শিক্ষাদান করা হয়। ১৯২৪ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত তিনকোটি ৯ লক্ষ ছেলেমেয়ে প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯২৪ সালে দশশালা শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণকালে স্ট্রুমিরিন দেখিয়েছেন যে, এক বছর ফ্যাক্টরীতে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করলে একজন শ্রমিকের কাজের যে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, তদপেক্ষা এক বছর স্কুলে লেখাপড়া করেছে এমন একজন শ্রমিকের কাজের উৎপাদনশীলতা ২.৬ গুণ বেশি বৃদ্ধি পায়। উচ্চতর উৎপাদনশীলতা মানে শ্রমিকের উচ্চতর বেতন এবং সমাজের উচ্চতর জাতীয় আয়। এভাবে শিক্ষা জাতীয় আয়ে অবদান রাখার মাধ্যমে দেশের অথনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে। সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ কামারভ ১৯৬০ থেকে ১৯৬৩ সালের শিক্ষা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখেন যে, "এ সময়ে শ্রমশক্তি বৃদ্ধির ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় আয় ২৩% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দরুণ জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৭%। বৃদ্ধি প্রাপ্ত ৭৭% উৎপাদনশীলতার মধ্যে ৩৮% বৃদ্ধি পেয়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তর বৃদ্ধির ফলে এবং ৩৯% বৃদ্ধি পেয়েছে শ্রমিকদের মাঝে উন্নত যন্ত্রপাতি সরবরাহের ফলে। এ সময়ে "Every rouble spent on education brought in four roubles"।

ভারতের এম, এম আনসারী ১৭টি রাজ্যের ১৯৭৮ ও ১৯৮১ সালের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে তাঁর "Educational expenditure and Economic growth" নামক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, "নিরক্ষর ও দরিদ্রতা একই দিকে ধাবিত হয় এবং একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে। কারণ যেসব এলাকায় অধিক সংখ্যক নিরক্ষর রয়েছে, সেখানে দরিদ্রতার নিবিড়তা (Intensity of Poverty) বেশি"। অতএব দরিদ্রতা দূরীকরণ এবং আয় বিতরণে শিক্ষার অবদান অনস্বীকার্য। এম এম আনসারী একই প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, "মহিলাদের শিক্ষা বৃদ্ধি পেলে জন্মহার কমে আসে"। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণের জন্য মহিলাদেরকে ব্যাপকভাবে শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করতে তিনি সুপারিশ করেন।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। মানুষ জ্ঞান, শিক্ষা, দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতির সাহায্যে উৎপাদনশীলতার কৌশলসমূহ রপ্ত করতে পারে। শ্রম শক্তির উৎপাদনশীলতা স্থির কিছু নহে। এটিকে প্রযুক্তি, মানুষের মেধা এবং সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যায়। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এতে যেমন ব্যক্তি উপকৃত হয় একইভাবে সমাজ এবং দেশও উপকৃত হয়। উৎপাদনশীলতার এই বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয়। এজন্য ব্যক্তি এবং জাতি তথা দেশ বা দেশের সরকারকে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের জন্য অর্থব্যয় করতে হয়।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কৃষি ও শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। শিল্পের যথোপযুক্ত উন্নয়ন সাধন করতে না পারলে কৃষিখাতের উন্নয়ন সম্ভব হয় না। কারণ কৃষিখাতের উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রয়োজনীয় সার, কীটনাশক, কৃষি সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ব্যতিরেকে সম্ভব হয়না। কোন পশ্চাৎপদ শিল্পখাত এগুলো সরবরাহ করতে পারে না। একইভাবে

পশ্চাৎপদ কৃষিখাত ও শিল্প উন্নয়নে যথার্থ ভুমিকা পালন করতে পারেনা। কারণ কৃষিখাত থেকেই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়। কোন কোন উন্নয়নশীল দেশ শিল্পখাতের তুলনায় কৃষিখাতের উন্নয়নে কম মনোযোগী হয়। ফলে কৃষি খাতের পশ্চাৎপদতার কারণে শিল্পখাতও পশ্চাৎপদ থেকে যায়। পরিকল্পিত শিক্ষাই নীতি নির্ধারক ও পরিকল্পনাবিদদের জ্ঞানের দৈন্য কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে। ফলে কৃষি ও শিল্পের ভারসাম্য উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করা যায়। কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানুষের অভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতির পরিবর্তন প্রয়োজন। কৃষিতে সনাতনী পদ্ধতি আঁকড়ে থাকলে কৃষিখাতের উন্নয়নের প্রত্যাশা করা হবে সুদূর পরাহত। শিল্প মালিকদের মাঝে উদ্যোগ এবং প্রেরণার অভাব হলে, শ্রমিকদের মাঝে সততা এবং পরিশ্রমী মনোভাবের অভাব হলে ব্যয়বহুল শিল্প কারখানা স্থাপন করেও দেশের কোন উন্নতি হবে না। জনসাধারণের মাঝে উন্নয়নের প্রতি অনুরাগ ও পুরনো অভ্যাসের পরিবর্তে উন্নয়নের পোষক নতুন অভ্যাস গড়ে তুলতে শিক্ষা অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে। এ শিক্ষাকে অবশ্যই হতে হবে পরিকল্পিত, যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানমনস্ক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

অ) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ১৯০৯ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে তার শতকরা কতভাগ শিক্ষার বদৌলতে সংগঠিত হয়েছে?

ক. ৩০ ভাগ খ. ২৫ ভাগ
গ. ২৩ ভাগ ঘ. ২১ ভাগ।

২। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার মোট জনসংখ্যার শতকরা কতভাগ নিরক্ষর ছিল?

ক. ৭০ ভাগ খ. ৭৫ ভাগ
গ. ৮০ ভাগ ঘ. ৯০ ভাগ।

৩। মহিলাদের শিক্ষা বৃদ্ধি পেলে জন্মহারে কি ধরনের পরিবর্তন হয়?

ক. জন্মহার কমে আসে খ. জন্মহার পূর্বের মতই থেকে যায়
গ. জন্মহার সামান্য বেড়ে যায় ঘ. জন্মহার অতিরিক্তভাবে বেড়ে যায়।

৪। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে শিক্ষার জন্য এক রুবল ব্যয়ে কি ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল?

ক. Every rouble spent on education brought in two roubles.
খ. Every rouble spent on education brought in three roubles.
গ. Every rouble spent on education brought in four roubles.
ঘ. Every rouble spent on education brought in ten roubles.

সঠিক উত্তরঃ ১। ঘ; ২। খ; ৩। ক; ৪। খ।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মানুষের সাক্ষরতার সাথে আয় বৃদ্ধির কি সম্পর্ক রয়েছে?
২. পরিকল্পিত শিক্ষার সাথে দরিদ্রতা ও জন্মহারের সম্পর্ক কি?
৩. পশ্চাৎপদ কৃষি ও শিল্পের জন্য পরিকল্পিত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা সম্পর্কে পরিকল্পনাবিদদের মতামতগুলোর বিবরণ দিন। জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিকল্পিত শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
২. পরিকল্পিত শিক্ষা তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে অবদান রেখেছিল তা আলোচনা করুন।
৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার অবদান বিবৃত করুন। "পরিকল্পিত শিক্ষার সাথে কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের যোগসূত্র রয়েছে" ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ১.২: শিক্ষা পরিকল্পনা ও উন্নয়নের বিচার্য বিষয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- দেশের উন্নয়নে পরিকল্পিত শিক্ষিত জনশক্তির চাহিদা ও সরবরাহের আন্ত:সম্পর্ক বিবৃত করতে পারবেন;
- গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিকল্পিত শিক্ষার অবদান বর্ণনা করতে পারবেন;
- নারী সমাজের উন্নয়নে পরিকল্পিত শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জনগোষ্ঠী, পশ্চাৎপদ স্থান ও অঞ্চলের উন্নয়নে পরিকল্পিত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

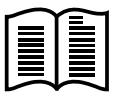

কোন দেশের শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় সে দেশের জাতীয় উন্নয়নের নিরিখে। জাতীয় উন্নয়ন বলতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানবিক উন্নয়ন প্রভৃতিকে বোঝায়। জাতীয় আদর্শ বিস্তারের বাহন এবং তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের উপকরণ হলো শিক্ষা। শিক্ষা জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলে, প্রতিটি নাগরিকের জীবনকে পরিপূর্ণতার উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যায়।

জাতীয় উন্নয়ন একটি গতিশীল ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা। উন্নয়ন পরিকল্পনা সার্থক করতে হলে এর মূল লক্ষ্য হতে হবে সাধারণ মানুষের জন্য পরিপূর্ণ, স্বাস্থ্যকর, সুন্দর ও উন্নত জীবন। এতে উন্নয়নের পরিধিতে মানবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য উন্নয়ন আওতাভুক্ত হয়। সমাজে ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ যতই কাম্য হোক, সমাজকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, রোগ বালাই এবং কুসংস্কারে ডুবিয়ে রেখে তা অর্জন করা সম্ভব হয়ে উঠে না। অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকারীদের বুঝতে হবে সমাজের উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা, সমাজবিজ্ঞানীদের বুঝতে হবে সমাজের অগ্রগতিতে শিক্ষার ভূমিকা, আবার শিক্ষা পরিকল্পনাকারীদের বুঝতে হবে শিক্ষার অগ্রগতি অনেকাংশে অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানবিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। সমকালীন তীব্র প্রতিযোগিতামূলক সমাজে মানুষ যে দক্ষতা, অভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও সচেতনতা নিয়ে কাজে যোগ দেয় তা মানুষের উৎপাদনশীলতা, সামাজিক উন্নয়ন, মানবিক মূল্যবোধ, রাজনৈতিক পরিপক্বতা অর্জনে সহায়ক হয়। শিক্ষায় এ সকল বিষয়ের জন্য প্রস্তুতির আয়োজন না থাকলে এবং পরিকল্পিতভাবে শিক্ষাকে জাতীয় উন্নয়ন অভিমুখী করতে না পারলে সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ফলে শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের যথাযোগ্য হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে না। তাই জাতীয় উন্নয়নও হবে স্থবির অথবা শম্ভূক গতি সম্পন্ন।

বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধিসহ জীবনযাত্রার বেশ কিছুক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতিও পরিলক্ষিত। সার্বিক জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে "Vision 2021"-রূপকল্প ২০১০ প্রণীত হয়েছে, যেখানে শিক্ষার উন্নয়নের উপর সমধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শিক্ষারক্ষেত্রে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের (Millennium Development Goals) অর্জনসহ বর্তমানে টেসই উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ (Sustainable Development Goals) অর্জনের উপর জোর দেয়া হচ্ছে। শিক্ষার পরিকল্পিত বিকাশের জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন, সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সর্বোপরি মানবসম্পদ ও মানবপূজী গঠনের মাধ্যমে শিক্ষাকে জাতীয় উন্নয়নের সহগ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরিকল্পিত শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তন্মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্র সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল:

জনসম্পদের চাহিদা ও সরবরাহ

শিক্ষা পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান কাজ হলো দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জনসম্পদের চাহিদা নিরুপণ করা এবং চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনীয় জনশক্তি তৈরী ও সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। কোন দেশের উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে জনসম্পদের চাহিদা ও সরবরাহে সামঞ্জস্য বিধান নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষা পরিকল্পনাকারীর হতাশ হওয়ার কোন

কারণ নেই। একটি বিশেষ স্তরে যদি কোন ধরনের জনশক্তির প্রাচুর্য ঘটে অথবা ঘাটতি থেকে যায় তাহলে পরবর্তী পরিকল্পনায় অধিক পরিমাণে বস্তুগত মূলধন বিনিয়োগ করে এ অবস্থা সংশোধন করা যেতে পারে। শিক্ষার উচ্চতর স্তরে অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি না করে পেশাগত প্রস্তুতিসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে এক বা দুই বছরের বিশেষ ট্রেনিং প্রদানের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের স্থান পূরণ করা যেতে পারে। যেসব দেশে শিক্ষা নির্বাচন ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুযায়ী সম্পন্ন হয়ে থাকে সেসব দেশে চাহিদা ও সরবরাহের নিয়মানুযায়ী সামঞ্জস্য ঘটবার আগেই অসামঞ্জস্য গুরুতর রূপ নিতে পারে। শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে জনসম্পদের চাহিদা ও সরবরাহের অসামঞ্জস্য দূর করা যেতে পারে। মানবিক সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে এক্ষেত্রে শিক্ষা পরিকল্পনা অর্থনৈতিক, মানবিক ও সামাজিক অগ্রগতির সহায়ক হয়।

গ্রামীণ উন্নয়ন

প্রত্যেকটি উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় উন্নয়নের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের অনুন্নয়নের পেছনে কিছু সাধারণ (Common) বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। এধরনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো হল:

১. দক্ষ জনসম্পদের অপর্যাপ্ততা
২. অপর্যাপ্ত নিয়োগ
৩. শ্রমশক্তি ও ভূমির ভারসাম্যহীনতা
৪. উৎপাদনের অসংলগ্ন সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা
৫. গ্রামীণ উন্নয়নের অনুপযোগী প্রতিষ্ঠান
৬. পুঁজির অপর্যাপ্ততা
৭. কৃষি অর্থনীতির নিম্নতম দক্ষতা
৮. কৃষিজীবীদের জীবনের নিম্নমান প্রভৃতি।

উন্নয়নশীল দেশসমূহের কৃষির পশ্চাৎপদতার দরুণ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে স্তবিরতা দেখা দেয়। উৎপাদনের স্থবিরতা বাজার উন্নয়নে স্থবিরতা সৃষ্টি করে। ফলে অর্থনীতির অন্যান্য শাখাসমূহের উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়। অর্থাৎ কৃষি উন্নয়নে অবজ্ঞার ফলে অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নয়ন অধিকতর কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। এতে ভারসাম্যভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়না। কৃষির স্থবিরতা কাটিয়ে উঠার জন্য শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী বাহিনীর কোন বিকল্প নেই। আমেরিকা ও ইউরোপের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, চাষাধীন জমির পরিমাণ এবং কৃষিতে জননিয়োগ কমানো হলেও কৃষি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ সম্পর্কে ১৯৬২ সালে অধ্যাপক ম্যালাসিস তাঁর "Intellectual investment in Agriculture for Economic and Social Development" নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, "জ্ঞানের সঞ্চয়ন ও সঞ্চালন অগ্রসর দেশসমূহের কৃষি প্রবৃদ্ধির মৌলিক উপাদান হিসেবে কাজ করেছে"।

উন্নয়নশীল দেশসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা যায় যে, গ্রামীণ অর্থনীতি নিয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের পরিমাণ নির্তান্তই কম। এসব দেশে দেখা যায় দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কৃষি কর্মীর প্রচন্ড অভাব এবং কৃষকদের অধিকাংশই নিরক্ষর। এসব দেশের অর্থনীতির মূলখাত কৃষি হলেও দুঃখজনকভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, অশিক্ষা, পুষ্টিহীনতা প্রভৃতি দক্ষ জনশক্তির অভাব, অপর্যাপ্ত খাদ্য ইত্যাদির সাথে যেন হাতে হাত রেখে চলছে। নিবিড়ভাবে কৃষিতে চাষাবাদ পদ্ধতি চালু করতে পারলে এবং প্রয়োজনীয় কৃষি সংস্কার সাধন করতে পারলে কৃষি উৎপাদনের স্থবিরতা কাটিয়ে উঠা সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন রয়েছে দক্ষ জনশক্তির ও প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির।

পরিকল্পিতভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে পারলে কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি, প্রযুক্তি সরবরাহ ও এর সুষ্ঠু প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। এতে সমগ্র অর্থনীতির "হৃদস্পন্দ" কৃষি হয়ে উঠে গতিশীল। কৃষির গতিশীলতা গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যান্য উপানুষ্ঠানিক (Non Formal) সেক্টর বা উপসেক্টর সমূহের গতিশীলতা দান করতে পারে। ফলে গ্রামীণ জনগণের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আসে। গ্রামীণ অর্থনীতির এই সক্রিয়তা ও স্বচ্ছলতা গ্রাম বর্হিভূত অর্থনৈতিক খাতগুলোর উন্নয়নেও সহায়ক হয়। এভাবে দেখা যায় যে, সুষ্ঠু ও সুন্দর শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতিতে ধনাত্মক পরিবর্তন সাধিত হয়।

নারী শিক্ষা ও উন্নয়ন

যে কোন দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হলো নারী। জনসংখ্যার অর্ধেককে অশিক্ষিত ও কর্মহীন রেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয় না। উন্নয়নশীল দেশসমূহে ধর্মীয় গোঁড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে আবদ্ধ রেখে নারীদের পরিবারের মঙ্গল, শিশুযত্ন ও ঘরকন্নার কাজে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এতে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়। নারীদের শিক্ষিত করার জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করলে শিক্ষিত নারীরা জাতীয় উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে নারীরা আত্মনির্ভরশীল ও অধিকার সচেতন হয়। জাতীয় উৎপাদনে অংশগ্রহণে নারীরা যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারে। পরিকল্পিতভাবে নারীদের শিক্ষিত করতে পারলে নিম্নোক্ত জাতীয় লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হতে পারে।

- নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।
- উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
- মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও সমাজকে উন্নতির পথে অগ্রসর করা।
- উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি গঠন, যৌতুক ও নারী নির্যাতন নিরোধ এবং নারী ও পুরুষের পারস্পারিক শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
- জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি সংকোচন, সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দময় পরিবার গঠন প্রভৃতি।

সমাজের দুর্বলতর জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও উন্নয়ন

দেশের জনগণের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর দরিদ্র জনগোষ্ঠী রয়েছে। দরিদ্রতার ফলে এরা শিক্ষা অর্জন করতে পারেনা। আবার শহর ও গ্রামের মানুষের মধ্যেও শিক্ষার সুযোগ সমভাবে বন্টিত হচ্ছেনা। হিন্দু ধর্মের জনগোষ্ঠী বিশেষত তফসিল সম্প্রদায়গুলোর (Schedule Castes) শিক্ষার সুযোগের অপর্যাপ্ততা পরিলক্ষিত হয়। উপজাতীয় জনগোষ্ঠী (বাংলদেশের চাকমা, গারো, হাজং, কুকি, মারমা সাঁওতাল প্রভৃতি) দরিদ্রতা এবং জীবন যাপনের পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নকালে পরিকল্পনাবিদগণ অবশ্যই সমাজের দরিদ্র, সামাজিক বৈষম্যের শিকার জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষা সম্প্রসারণে গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন। এসকল জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের ভর্তির জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়। উপজাতিদের জন্য বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। তফসিল ও উপজাতি শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। গ্রাম এবং শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষা সম্প্রসারণে বিশেষ ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। শিক্ষা ও সাক্ষরতা তফসিল এবং উপজাতি ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান করে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় এই নব ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ে এক নতুন ধরনের সামাজিক-অর্থনৈতিক রাজনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি করে। এদের মাঝে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ধর্ম নিরপেক্ষতা, সামাজিক ন্যায়পরাণয়তাবোধ প্রভৃতি জাগ্রত হয়। শহর এবং গ্রামে এসব জনগোষ্ঠী উৎপাদনমুখী কাজের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়। এভাবে দেশের জাতীয় উন্নয়নে সমাজের দুর্বলতর অংশের জনগোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

আঞ্চলিক ও স্থানীয় উন্নয়ন

অনেক দেশেই সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ অঞ্চল বা স্থান থাকে। এসব পশ্চাৎপদ এলাকায় শিক্ষাগত এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত পশ্চাৎপদতা পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল এবং পাবর্ত্য অঞ্চলগুলো শিক্ষায় অনুন্নত অবস্থায় রয়েছে। শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়কালে পরিকল্পনাবিদগণ শিক্ষায় অনুন্নত স্থান ও অঞ্চলসমূহের শিক্ষোন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণের সুপারিশ করে থাকেন। পশ্চাৎপদ স্থান ও এলাকাসমূহে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, নানাবিধ বৃত্তিমূলক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা প্রভৃতি কর্মসুচী গ্রহণের ফলে এসব এলাকার মানুষের মাঝে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসব শিক্ষিত ব্যক্তি তাদের শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োজিত করতে সচেষ্ট হয়। জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে নারী ও পুরুষের শিক্ষাগত বৈষম্য দূর হয়। মানুষের মাঝে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ হয় এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ট ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটে।

অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে স্থানীয় শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে প্রয়োগের মাধ্যমে পশ্চাৎপদ স্থান ও এলাকার জনগণ উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখে। উৎপাদিত এসব পণ্য স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় চাহিদা পূরণ করে থাকে। এভাবে পরিকল্পিত স্থানীয় ও আঞ্চলিক শিক্ষা স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, পরিকল্পিত শিক্ষা-

- জনসম্পদের চাহিদা নিরুপণ ও তা সরবরাহের মাধ্যমে দেশের জাতীয় উন্নয়নকে গতিশীল করে থাকে।
- গ্রামীণ অর্থনীতির বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক খাতে উৎপাদন ও নিয়োজন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতি সাধন করে।
- নারীদের আত্মকর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন, জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধ করে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে।
- অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে। দেশের পশ্চাৎপদ স্থান ও অঞ্চলসমূহের উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২

অ) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। জাতীয় উন্নয়ন কিরূপ ধারণা?

ক. একটি পৌরাণিক ধারণা খ. একটি অন্তবর্তীকালীন ধারণা
গ. একটি ভাববাদী ধারণা ঘ. একটি গতিশীল ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা।

২। শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে জনসম্পদের চাহিদা ও সরবরাহের অসামঞ্জস্য দূর করা যায়?

ক. প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা খ. অস্থায়ী ব্যবস্থা
গ. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ঘ. অত্যধিক সরবরাহমূলক ব্যবস্থা।

৩। চাষাধীন জমির পরিমাণ এবং কৃষিতে নিয়োজন কমানো হলেও কৃষি উৎপাদন সম্পর্কে আমেরিকা ও ইউরোপের অভিজ্ঞতা কি?

ক. আনুপাতিক হারে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায়
খ. উল্লেখযোগ্য হারে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব
গ. ব্যাপকভাবে কৃষি উৎপাদন কমে যায়
ঘ. কৃষি উৎপাদনে স্থবিরতা দেখা দেয়।

সঠিক উত্তরঃ ১। ঘ; ২। গ; ৩। খ।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পরিকল্পিত শিক্ষা ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের যোগসূত্রতা ব্যাখ্যা করুন।
২. পরিকল্পিতভাবে নারীদের শিক্ষিত করতে পারলে যেসব জাতীয় লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে তা উল্লেখ করুন।।
৩. উপজাতীয় জনগোষ্ঠী ও তফসীল সম্প্রদায়গুলোর জন্য পরিকল্পিত শিক্ষার অবদান সম্পর্কে লিখুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিপক্কতা অর্জনে এবং জনসম্পদের চাহিদা ও সরবরাহ নিরূপণে পরিকল্পিত শিক্ষার গুরুত্বের বিবরণ দিন।
২. উন্নয়নশীল দেশসমূহের অনুন্নয়নের পেছনে যেসব সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা বর্ণনা করুন। গ্রামীণ সমাজ-অর্থনীতিতে এবং নারী সমাজের উন্নয়নে পরিকল্পিত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
৩. "পশ্চাৎপদ অঞ্চল বা স্থান এবং সমাজের দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য পরিকল্পিত শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত" কথাটি ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ১.৩ : শিক্ষা পরিকল্পনা ও কর্মসংস্থান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষায় বিভিন্ন কর্মসংস্থানসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন;
- শিক্ষার মাধ্যমে সৃষ্ট পরোক্ষ কর্মসংস্থানের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করতে পারবেন;
- জাতীয় অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিকল্পিত শিক্ষার অবদান বিবৃত করতে পারবেন।

কোন দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শিক্ষা পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যে কোন শিল্পে অর্থ ব্যয় হলে উক্ত শিল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং ঐ শিল্পের পশ্চাৎমুখী সংযোগ (Backward-Linkage) শিল্পেও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

অর্থাৎ এতে শিল্পের ভেতর এবং বাহিরে শ্রমশক্তি নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়। পরিকল্পিতভাবে শিক্ষা উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে শিক্ষা ক্ষেত্রেও বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োজিত রয়েছে শিক্ষক, প্রশাসক, পরিদর্শক, পরামর্শদাতা, পরিকল্পনাবিদ, গ্রন্থাগারিক ও সহায়তাকারী। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী অর্থ বিনিয়োগ শিল্পের তুলনায় অধিক সংখ্যক জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। তাই শিক্ষাকে শ্রম-নিবিড় (Labour-Intensive) নিয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। শিক্ষার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যেমন- আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও বিভিন্ন অফিসে নিয়োজিত ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞ মিলে যে নিয়োগের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় তাকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রের কর্মসংস্থান বলা হয়। আবার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় জনগণের নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় আর যে যে ক্ষেত্রের নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি পায় সেগুলো হল: বিভিন্ন ধরনের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ, নবিশী প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

ঘানা, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প ও ট্রান্সপোর্ট সেক্টরে একত্রে যে পরিমাণ লোক নিয়োজিত রয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রে তদপেক্ষা বেশি লোক নিয়োজিত রয়েছে। ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের অর্ধেক পরিমাণ লোকের নিয়োজন হয়েছে। বাংলাদেশে ১৯৯৬/৯৭ সালের পরিসংখ্যান বিভাগের তথ্যানুসারে ছয় লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার ব্যক্তি ট্রান্সপোর্ট এবং ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে কর্মরত ছিল। অন্যদিকে একইসময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শুধু শিক্ষকতায় নিয়োজিত রয়েছেন প্রায় ছয় লক্ষ শিক্ষক। এছাড়া শিক্ষা বিভাগে নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারী একত্রে হিসাবে করলে বাংলাদেশের শিক্ষায় কর্মরতদের সংখ্যা আরো বেশি হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে একজন মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি অন্যান্য সেক্টর তুলনায় কম ব্যয় হয়। ১৯৬০ সালের হিসেবে দেখা যায় যে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে একজনের কর্ম সংস্থানের জন্য ব্যয় হয়েছিল গড়ে ২০৮৮ টাকা কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে একটি মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য ব্যয় হয়েছিল ৯৫০০ টাকা।

শিক্ষায় পরোক্ষ কর্মসংস্থান

এতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষায় সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার দরুন পরোক্ষভাবেও মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, শিক্ষা খাতের ব্যয় সমূহের মাঝে কাগজ, মুদ্রণ, ষ্টেশনারীর জন্যও ব্যয় হয়ে থাকে। বিগত বছরগুলোতে এসকল উপকরণের ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই যে সকল শিল্প এ সকল শিক্ষা উপকরণ উৎপাদন করছে সেসকল শিল্প মালিকদের মাঝে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ সৃষ্টি হয়। এসকল শিল্পের পশ্চাৎসংযোগে অবস্থিত শিল্পসমূহেও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। এভাবে সমগ্র শিল্পখাতে

উৎপাদন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শিল্পের বিভিন্ন খাতে মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগও বৃদ্ধি পায়। এতদ্ব্যতীত শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে খবরের কাগজ, বই প্রভৃতির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তাই সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হলে দেশের শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘ মেয়াদে মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং দেশ অগ্রগতির পথে ধাবিত হয়।

জাতীয় কর্মসংস্থান সমস্যা

শিক্ষা ব্যবস্থার মাঝে মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও কর্মসংস্থানযোগ্য মানব সম্পদ সৃষ্টির সাহায্যে দেশের কর্মসংস্থান পরিস্থিতির উন্নয়ন করা সম্ভব। নিরক্ষরদের তুলনায় শিক্ষিতদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সাধারণভাবে বেশি। শিক্ষিতদের শিক্ষার স্তর হিসেবে (নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত) কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। জাতীয়ভাবে শিক্ষিতদের সংখ্যা অপরিকল্পিতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়ে যায়। এতে এক ধরনের "বৃদ্ধিবৃত্তিক প্রলেতারিয়েতের" (Educated Unemployed) সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। যদিও ব্যক্তি পর্যায়ে শিক্ষা মানুষের কর্মসংস্থান জনিত সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে, কিন্তু পরিকল্পিত শিক্ষার অভাবে জাতীয় পর্যায়ে তা সম্ভব হয়ে উঠে না। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং এর চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে ঢেলে সাজানো হয়না। এছাড়াও কর্মসংস্থান সমস্যার অন্যান্য কারণগুলো হল:

১. যে সকল চাকুরী কিছুটা শারীরিক পরিশ্রমের সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষিত ব্যক্তিরা অমর্যাদাকর বলে তা গ্রহণ করে না। শিক্ষিতদের এ ধরনের বেকারত্বকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত (Voluntary Unemployment) বেকারত্ব বলে।

২. অনুন্নত দেশসমূহে শ্রমিকদের চাহিদা কম এবং শিক্ষিতদের জন্য এটা আরো ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। এর কারণ হল: (ক) শ্রম নিবিড় (Labour-Intensive) প্রযুক্তির পরিবর্তে অন্ধভাবে অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশেগুলোর পুঁজিনিবিড় (Capital-Intensive) উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করা, (খ) সাধারণ মানুষের স্বল্প আয়জনিত সমস্যা, (গ) অদক্ষ শ্রমিকদের অত্যন্ত কম বেতনে প্রাপ্তির সুযোগ। এতদ্ব্যতীত অনুন্নত দেশগুলোতে শ্রমিকদের কার্যকর চাহিদা কম থাকার দরুন শিক্ষিত ব্যক্তিরা যে কোন ধরনের কর্মসংস্থানে রাজী হলেও কর্মসংস্থান সুযোগের সীমাবদ্ধতার কারণে কর্মপ্রাপ্তি সম্ভব হয় না। এধরনের বেকারত্বকে শিক্ষিতদের অস্বেচ্ছাপ্রণোদিত বেকারত্ব (Involuntary Unemployment) বলা হয়।

উন্নয়নশীল দেশসসমূহে অন্ধভাবে অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলোর উন্নত প্রযুক্তি উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহারের ফলে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি পেলেও কর্মসংস্থান কমে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। আবার বেতন, উৎপাদনশীলতা এবং আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আংশিকভাবে অবদান রাখার মাধ্যমে শিক্ষা কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

অর্থনীতির উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে সঠিকভাবে পরিকল্পিত শিক্ষা কর্মসংস্থান সমস্যার সমাধান করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হলে নিয়োগ পরিস্থিতি হয়ে উঠবে ভয়াবহ। ফলে সকল শিক্ষার্থী শ্রমবাজারে প্রবেশ করবে এবং বেতন/মজুরীর উপর প্রচণ্ড ঋণাত্মক প্রভাব বিস্তার করবে। শিক্ষা বহু মানুষকে এর মধ্যে আটকে রেখে শ্রমবাজার ও বেতনের বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ করে। যে কোন দেশের কর্ম নিয়োজনে শিক্ষার এরূপ কার্যকারিতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষার এই প্রভাব পরিমাপের জন্য চৌদ্দ বছর বয়সোর্ধ শিক্ষার্থীদের (যারা এ সময়ে কর্মে নিয়োজিত হয়নি) পরিমাণ নির্ণয় করলে সহজেই তা বোঝা যায়। সামগ্রিক অর্থনীতির কর্মনিয়োজনে শিক্ষার এ ধরনের প্রভাব বিশেষভাবে গুরুত্ববহ।

শিক্ষা মানুষকে উন্নত জীবনযাপনের জন্য গ্রাম থেকে শহরে গমনে উদ্বুদ্ধ করে। এজন্য গ্রামীণ কৃষির উৎপাদনশীলতা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। কারণ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ছদ্মবেশী বেকারত্ব বিদ্যমান বিধায় কৃষির উৎপাদনশীলতা নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। তাই শিক্ষার জন্য কৃষি থেকে অতিরিক্ত শ্রমশক্তি শহরে স্থানান্তর হলে ছদ্মবেশী বেকারত্ব এবং নিম্ন উৎপাদনশীলতা তেমন ভয়াবহরূপ পরিগ্রহ করে না।

শিক্ষা মানুষের আয় বৃদ্ধি করে এবং এর ফলে সামগ্রিক অর্থনীতিতে ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। পণ্য এবং সেবার বর্ধিত ভোগের (Consumption) দরুণ কার্যকর আন্ত:শিল্প সংযোগ অর্থনীতিতে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান মানুষের মাঝে সঞ্চয় ও মিতব্যয়িতার সুযোগ সৃষ্টি করে।

শিক্ষা কেবল মানুষের ভোগ দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করেনা বরং মানুষের ভোগ পণ্যের কাঠামোও পরিবর্তন করে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা নানাবিধ পণ্য সামগ্রী ভোগে সচেষ্ট হয়। এতে নানারকম পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দেয়। এভাবে শিক্ষার ফলে অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের কাঠামো (Structure) পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ অর্থনীতিতে পণ্য উৎপাদন বহুমুখী (Diversified) হয়ে উঠে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগেরও বহুমুখী প্রসার ঘটে। শিক্ষার ফলাফল প্রদর্শনের (Demonstration Effect) মাধ্যমে অশিক্ষিত মানুষের মাঝে শিক্ষাকে কার্যকরভাবে বেছে নেয়ার (Option) দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়। তাই মানুষ স্বল্প বেতনের চাকুরীতে গমন না করে শিক্ষা গ্রহণে অগ্রসর হয়। এর ফলে নির্দিষ্ট ধরনের ও কম বেতনে শ্রমিক (যেমন গৃহভৃত্য) পেতে সমস্যা দেখা দেয়। কারণ শিক্ষিত ব্যক্তিরা এ সকল পেশায় নিয়োজিত হয় না। এভাবে শিক্ষা মানুষের কর্মসংস্থানের ধরনে (Pattern) পরিবর্তন আনে। শিক্ষা মানুষের আয়ের ক্ষমতা পুনর্বন্টনে এবং অর্থনীতিতে সত্যিকার আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। এর বহি:প্রকাশ ঘটে কর্মসংস্থান সুযোগের পুনর্বন্টনে। শিক্ষার দরুন শ্রম বাজারের স্থবিরতা কমে যায় এবং শ্রম অধিকতর গতিশীল হয়। এভাবে শিক্ষা সম্প্রারণের দরুন বেকার সমস্যা কম ভয়াবহরূপ পরিগ্রহ করে।

কর্মসংস্থানের উপর শিক্ষার প্রতিটি প্রভাবের পরিমাপ করা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। কারণ প্রতিটি প্রভাবের সময়সীমা নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়। তাছাড়া কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে শিক্ষা হলো অনেকগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত উপাদানের মধ্যে অন্যতম প্রধান। মানুষের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্বকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারলে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন সহজ হবে। তাই পরিকল্পিত শিক্ষার মাধ্যমে কর্মসংস্থানজনিত সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩

অ) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। কোন্ দেশের অর্থনীতিতে পরিকল্পিত শিক্ষার সাফল্য দেখে অন্যান্য দেশ শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ হয়?

ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খ. জাপান
গ. ভারত ঘ. সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন।

২। শিক্ষাকে কি ধরনের নিয়োজন ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নি করা যায়?

ক. পুঁজি-নিবিড় খ. শিক্ষা-নিবিড়
গ. শ্রম-নিবিড় ঘ. শিক্ষার্থী-নিবিড়।

৩। ১৯৬০ সালের হিসাব মতে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে একটা মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য কতটাকা ব্যয় হয়েছিল?

ক. ২০৮৮ টাকা খ. ৩২৪২ টাকা
গ. ৭৫০০ টাকা ঘ. ৯৫০০ টাকা।

৪। পুঁজিবাদী দেশগুলোর উন্নত প্রযুক্তি উন্নয়নশীল দেশসমূহের শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতায় কি ধরনের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে?

ক. শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে
খ. শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা কমে যাচ্ছে
গ. শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতায় কোন পরিবর্তন হচ্ছেনা
ঘ. শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সঠিক উত্তরঃ ১। ঘ; ২। গ; ৩। ক; ৪। ক ।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ১৯৯৬/৯৭ সালের পরিসংখ্যান মোতাবেক বাংলাদেশের ট্রান্সপোর্ট এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ও শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মে নিয়োজিতদের তুলনামূলক তথ্য প্রদান করুন।
২. স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও অস্বেচ্ছাপ্রণোদিত বেকারত্ব সম্পর্কে লিখুন।
৩. "বুদ্ধিবৃত্তিক প্রলেতারিয়েত" বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সম্পর্কে বিবরণ দিন।
২. জাতীয় কর্মসংস্থান জনিত সমস্যা সমাধানে পরিকল্পিত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ ১.৪: শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষা পরিকল্পনার ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষা পরিকল্পনা কিভাবে শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

শিক্ষা পরিকল্পনা

প্রতিটি দেশেই দেশ পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়ে থাকে। দেশ পরিচালনার কার্যাবলীকে বিভিন্ন খাতে (Sector) ভাগ করা হয়ে থাকে। সরকার দেশের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, পরিবহন ইত্যাদি খাতের পরিকল্পনার সাথে সাথে শিক্ষা খাতের পরিকল্পনাও করে থাকে।

পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত কোন কার্যক্রম সফল হওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষা বিষয়ক সিদ্ধান্ত, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হলো শিক্ষা পরিকল্পনা। শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর বয়স, সংখ্যা, সুযোগ-সুবিধা, শ্রেণিকক্ষের আয়তন ও আসন বিন্যাস, পাঠ্যসূচি, শিক্ষা সহায়ক অন্যান্য কর্মসূচি, আয়-ব্যয়ের হিসাব, সহপাঠ কার্যক্রম ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই বাংলাদেশের শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষার সর্বজনীন প্রসার, শিক্ষার মান বৃদ্ধি, জীবনমুখী শিক্ষা, সময়ের চাহিদা পূরনে শিক্ষার বিষয়গুলো সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। আবার বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠিকে জনসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে কারিগরী ও প্রযুক্তি শিক্ষাকেও শিক্ষা পরিকল্পনায় অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তবে শিক্ষা বিষয়ে শুধু পরিকল্পনা নয়, বাস্তবায়নের জন্য দিক নিদের্শনা থাকাও অতীব জরুরি। কারণ একটি দেশের উন্নয়ন সে দেশের শিক্ষা পরিকল্পনার বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

শিক্ষা পরিকল্পনা বলতে সাধারণত একটি দেশের সামগ্রিক শিক্ষার জন্য পরিকল্পনাকেই বোঝান হয়ে থাকে। এতে সকল ধরনের আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অর্ন্তভুক্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ শিক্ষা সম্পর্কিত কোন কাজ কখন, কিভাবে, কাদের মাধ্যমে কার্যকরভাবে সম্পাাদন করা সম্ভব ইত্যাদি সম্পর্কিত আগে থেকে তৈরি করা রূপ রেখাই হবে শিক্ষা পরিকল্পনা-এর কোন বিকল্প নেই। তাই শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কাজ করার জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা গুরুত্ব অপরিসীম। এর ফলে শিক্ষা সম্পর্কিত কাজ সম্পাদন করার বিভিন্ন বিকল্প পন্থার মধ্যে সর্বোত্তম পন্থাটি বাছাই করে নেয়া হয়।

শিক্ষা পরিকল্পনার ভিতর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষানীতির সমাবেশ ঘটিয়ে লক্ষ্য স্থির করা হয় এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের পথ ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। তাই বলা যায় শিক্ষা পরিকল্পনা হলো এমন একটি যৌক্তিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষ সচেতনভাবে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য চিহ্নিত করে এবং সেই লক্ষ্য নির্দিষ্ট সময়ে অর্জনের পদ্ধতি ও সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ে প্রণীত শিক্ষা পরিকল্পনাসমূহ পর্যালোচনা করলে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে তারতম্য দেখা যায়। তবে সময় ও সামাজিক চাহিদার পরিবর্তনের সাথে এ তারতম্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও মৌলিক পদক্ষেপগুলো একই। এ সকল পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে-

১। বিগত বৎসরগুলোর এবং বিশেষ করে নিকট অতিতের স্বল্প মেয়াদী/দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা এবং এ পর্যালোচনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করা হয়ে থাকে।
২। পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিকল্পনার ত্রুটি বিচ্যুতি এবং বাস্তবায়নমূলক সমস্যা চিহ্নিত করা, যা পরবর্তী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে।
৩। বর্তমান পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা।
৪। পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জনের কৌশল নির্ধারণ করা।
৫। নীতি নির্ধারণ।

৬। শিক্ষা পরিকল্পনায় বিধৃত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের পদক্ষেপসমূহ নির্ধারণ করা।
৭। আর্থিক বরাদ্দ এবং তার সুষ্ঠু ব্যবহারের নীতি ও কৌশল নির্ধারণ করা।
৮। পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা ও কৌশল নির্ধারণ।

শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা

বর্তমান বিশ্বে প্রায় সকল দেশই শিক্ষা বাস্তবায়নে একটি সাধারণ কৌশল অনুসরণ করে থাকে। যেমন প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত অবকাঠামো রয়েছে এবং রয়েছে সুষ্ঠু পরিকল্পনা। উন্নত দেশসমূহ পরিকল্পিত উপায়ে বহুদিন পূর্ব থেকেই শিক্ষার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করে আসছে এবং যার ফলশ্রুতিতে আজ তাদের অবস্থান অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত সুদৃঢ়। পরিকল্পিত পায়ে এতদাঞ্চলে শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন গঠন হয়েছে। তারা গঠনমূলক পরামর্শ দিয়েছে ও সুপারিশ রেখেছে তার মধ্যে ১৮৫৪ সালের উডের ডেসপাস, ১৮৮২ সালের হান্টার কমিশনের সুপারিশ, ১৯১৭ সালের স্যাডলার কমিশন, ১৯৩৫ সালে সার্জেন্ট পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান শাসনামলে শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন কমিশন গঠন করা হয়েছে। তারা তাদের সুপরিকল্পিত পরামর্শ রেখেছে। তবে সবগুলো রিপোর্টের প্রতিফলন হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন রিপোর্টে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক এবং যুগোপযোগী করার সুপারিশমালা রয়েছে। পরবর্তী সময়ে শামসুল হক শিক্ষা কমিশন ও মনিরুজ্জামান শিক্ষা কমিশন শিক্ষা উন্নয়নে সুপারিশ রাখে। সমাজ পরিবর্তনশীল এবং মানুষের চাহিদাও দিন দিন পরিবর্তন হচ্ছে। তাই মানুষের চাহিদা এবং পরিবর্তিত সমাজের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশও উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার মানব উন্নয়নের প্রতি বিশেষ নজর দিচ্ছে। তাই প্রতিটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা খাত বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। শিক্ষাকে সমকালীন ও আধুনিককরণের লক্ষ্যে সম্প্রতি প্রণীত হলো শিক্ষানীতি ২০১০।

শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষা পরিকল্পনার ভূমিকা

পরিকল্পিত শিক্ষার মাধ্যমে যে কোন দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিপুণভাবে আনয়ন করা যায়। একটি দেশের অর্থনীতিতে জন নিয়োগের পরিমাণ, কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করে। পরিকল্পিত শিক্ষার সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাপানের পরিকল্পিত শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের যোগসূত্র ইতোমধ্যে শিক্ষা অর্থনীতিতে তথ্যসহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষা পরিকল্পনার পাইওনিয়র (Pioneer) হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল সাবেক সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত অর্থনীতিতে পরিকল্পিত শিক্ষার সাফল্য দেখে বিশ্বের অন্যান্য দেশও শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ হয়। পরিকল্পিত শিক্ষা অর্থনীতির ন্যায় দেশ ও সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ধনাত্মক পরিবর্তন আনে। শিক্ষার মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি উপকৃত হয়। পরিকল্পিত শিক্ষায় নারীরা উৎপাদন, উন্নয়ন ও গণতন্ত্রায়নে যথার্থ ভুমিকা পালন করতে পারে। এভাবে শিক্ষা সমাজের দুর্বল জনগোষ্ঠী এবং পশ্চাৎপদ স্থান ও অঞ্চলের উন্নয়নে অবদান রেখে জাতীয় উন্নয়নের বিচার্য বিষয় দ্রুততর করে।

কোন দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা অর্ত্যন্ত জরুরী। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শিক্ষা পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যে কোন শিল্পে অর্থ ব্যয় হলে উক্ত শিল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং ঐ শিল্পের পশ্চাৎমুখী সংযোগ (Backward-Linkage) শিল্পেও কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ এতে শিল্পের ভেতর এবং বাহিরে শ্রমশক্তি নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়। পরিকল্পিতভাবে শিক্ষা উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে শিক্ষা ক্ষেত্রেও বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োজিত রয়েছে শিক্ষক, প্রশাসক, পরিদর্শক, পরামর্শদাতা, পরিকল্পনাবিদ, গ্রন্থাগারিক ও সহায়তাকারী। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী অর্থ বিনিয়োগ শিল্পের তুলনায় অধিক সংখ্যক জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। তাই শিক্ষাকে শ্রম-নিবিড় (Labour-Intensive) নিয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

বিভিন্ন দেশের বিগত দিনের অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমানে এ সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সুপরিকল্পিত শিক্ষাই উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরাসরি সাহায্য করতে পারে। এই মানব সম্পদ সৃষ্টিতে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। কোন কোন দেশে উচ্চতর স্তরের তুলনায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার অবদান বেশি বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

রুশ বিপ্লবের নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের মতে ''শিক্ষা হবে সাম্যবাদের পথে সমাজকে এগিয়ে নেয়ার একটা হাতিয়ার''। পরবর্তীতে স্ট্যালিন এবং ক্রুশ্চেভও প্রায় একই সুরে বলেছিলেন ''সাম্যবাদ অর্জন করতে হলে ..... প্রধান কাজ হলো আগামী দিনের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা''।

১৯২৪ সালে সোভিয়েত সরকার প্রাথমিক শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এতে হিসেব করা হয় দশ বছরে ছাত্রসংখ্যা ৪০ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮০ লক্ষ করতে ১৬২.২ কোটি রুবল খরচ হবে। কিন্তু এ সব শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ার ফলে মাত্র পাঁচ বছরে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ২০০ কোটি রুবলের বেশি। এতে সমস্ত ব্যয় পুরোপুরি পুষিয়ে আয় উদ্বৃত্ত হবে।

শিক্ষা পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান কাজ হলো দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জনসম্পদের চাহিদা নিরুপণ করা এবং চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনীয় জনশক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। কোন দেশের উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে জনসম্পদের চাহিদা ও সরবরাহে সামঞ্জস্য বিধান নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষা পরিকল্পনাকারীর হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। একটি বিশেষ স্তরে যদি কোন ধরনের জনশক্তির প্রাচুর্য ঘটে অথবা ঘাটতি থেকে যায় তাহলে পরবর্তী পরিকল্পনায় অধিক পরিমাণে বস্তুগত মূলধন বিনিয়োগ করে এ অবস্থা সংশোধন করা যেতে পারে। শিক্ষার উচ্চতর স্তরে অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি না করে পেশাগত প্রস্তুতিসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে এক বা দুই বছরের বিশেষ ট্রেনিং প্রদানের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের স্থান পূরণ করা যেতে পারে। যেসব দেশে শিক্ষা নির্বাচন ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুযায়ী সম্পন্ন হয়ে থাকে সেসব দেশে চাহিদা ও সরবরাহের নিয়মানুযায়ী সামঞ্জস্য ঘটবার আগেই অসামঞ্জস্য গুরুতর রূপ নিতে পারে। শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে জনসম্পদের চাহিদা ও সরবরাহের অসামঞ্জস্য দূর করা যেতে পারে। মানবিক সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে এক্ষেত্রে শিক্ষা পরিকল্পনা অর্থনৈতিক, মানবিক ও সামাজিক অগ্রগতির সহায়ক হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪

অ) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় শিক্ষার কোন ধারাটিকে বিবেচনায় রাখা হয় না?

ক. আনুষ্ঠানিক খ. উপানুষ্ঠানিক গ. অনানুষ্ঠানিক ঘ. সবগুলোই

২. উডের ডেসপাস কত সালে প্রণীত হয়?

ক. ১৯১৭ সালে খ. ১৯৩৫ সালে গ. ১৮৮২ সালে ঘ. ১৮৫৪ সালে

৩. ''শিক্ষা হবে সাম্যবাদের পথে সমাজকে এগিয়ে নেয়ার একটা হাতিয়ার'' উক্তিটি করেছিলেন-

ক. ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন খ. যোসেফ স্ট্যালিন গ. নিকিতা ক্রুশ্চেভ ঘ. জওহরলাল নেহেরু

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ঘ, ৩. ক।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষা পরিকল্পনা কী?
২. স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন কোনটি?
৩. সোভিয়েত সরকার প্রাথমিক শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য কখন শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে?
৪. শিক্ষা পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান কাজ কী?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে প্রণীত শিক্ষা পরিকল্পনাসমূহ পর্যালোচনা করুন।
২. শিক্ষা পরিকল্পনা কিভাবে শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে থাকে? বিশ্লেষণ করুন।